ইটের কথা

ইট প্রাচীনতম এবং বহুল ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী। ভালো মানের ইটের উপর বিল্ডিং এর স্থায়িত্ব নির্ভর করে। খারাপ ইট হলে নোনা পড়তে পারে, সিমেন্ট খরচ বেশি হবে, তাছাড়া গাঁথুনিও দুর্বল হয়ে যায়।

ইটের ধরণ:

নির্মাণ কাজে সাধারণত তিন ধরনের ইট ব্যবহার হয়ে থাকে ;

প্রথম শ্রেণীর ইটঃ

- আকার, আকৃতি ও রং সুষম হয়
- সুষমভাবে পোড়ানো হয়; কম বা বেশি পোড়ানো হয়না

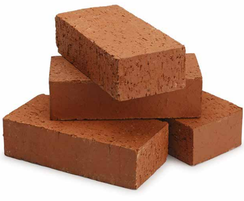

সুরকি তৈরিসহ স্থায়ী নির্মাণ কাজে ১মশ্রেণীর ইট ব্যবহার করা উচিত

দ্বিতীয় শ্রেণীর ইটঃ

- অপেক্ষাকৃত কমপোড়া, সাইজে ছোট বড় হয়
- অস্থায়ী দেয়াল, জলছাদ তৈরিতে আংশিক ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঝামা ইট বা পিকেড

- ১ম শ্রেণীর ইটের চেয়ে বেশি পোড়া
- এলোমেলো আকৃতি
- ১ম শ্রেণির ইটের চেয়ে বেশি শক্ত এবং খোয়া তৈরির জন্য উপযোগী।

অনেক সময় ভাটা থেকে ১ম শ্রেণির ইটের সাথে ২য় বা ৩য় শ্রেণীর ইট মিশিয়ে সরবরাহ করা হয়। কাজেই ইট সরবরাহ নেওয়ার সময় তা ভালোভাবে দেখে নেওয়া উত্তম।

সাইটে ইট পরীক্ষা-১ম শ্রেণীর ইটের বৈশিষ্ট্য

- ইট রং ও মাপে একই রকম হবে
- একটি ইটকে আরেকটি ইট দিয়ে আঘাত করলে ধাতু নিঃসৃত (মেটালিক) শব্দ হবে
- ভালো ইটের ক্ষেত্রে একটি ইটকে অন্য একটি ইটের সাথে বা হাতুরি দিয়ে আঘাত করলে ধাতব আওয়াজ হয়, সাধারণ ইতে তা হয় না।
- দুটি ইট দিয়ে'টি'গঠনকরে ৩ ফুট উপর থেকে ফেলে দিলে ভাঙবে না
- ভালো ইটে নখ দিয়ে আঁচড় দিলে সহজে দাগ পড়ে না।
- একটি আদশ ইটের সাইজ হবে ৯.৫'' x ৪.৫'' x ২.৭৫''
- ২৪ ঘণ্টা পানিতে ডুবিয়ে রাখলে নিজ ওজনের সর্ব্বোচ ১৫% পানি শোষণ করবে
- একটি ইটের ন্যূনতম কম্প্রেসিভ শক্তি হবে ৩০০০ পাউন্ড প্রতি বর্গইঞ্চিতে (PSI)
- ইট ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই ন্যুনতম ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়, শুধু পাইপ দিয়ে ভিজানো পর্যাপ্ত নয়;
- ব্যবহারের ২ ঘন্টা আগে ইট পানি থেকে উঠিয়ে নিতে হবে।

ইট পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে রাখলে লবণসহ ভিতরের সকল ক্ষতিকারক পদার্থ বের হয়ে যায় এবং কাজ করার সময় মসলার পানি তানে না।